শিশু ভোলানাথ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড
এলাহাবাদ
১৯২২

মূল্য এক টাকা

সূচী

শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,
তুলি' দুই হাত
যেখানে করিস্ পদ-পাত
বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব ;
আপন বিভব
আপনি করিস্ নষ্ট হেলাভরে ;
প্রলয়ের ঘূর্ণ-চক্র পরে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে ;
আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংসমাঝে মুক্তি দিস্ অনর্গল,
খেলারে করিস্ রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃঙ্খল।

শিশু ভোলানাথ

অকিঞ্চন, তোর কাছে কিছুরি ত কোনো মূল্য নাই,
রচিস্ যা-তোর-ইচ্ছা তাই
যাহা-খুসি তাই দিয়ে,
তার পর ভুলে যাস্ যাহা-ইচ্ছা তাই নিয়ে।
আবরণ তোরে নাহি পারে সম্বরিতে, দিগম্বর,
স্রস্ত ছিন্ন পড়ে ধূলি পর।
লজ্জাহীন সজ্জাহীন বিত্তহীন আপনা-বিস্মৃত,
অন্তরে ঐশ্বর্য্য তোর, অন্তরে অমৃত।
দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অশুচি,
নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি।

ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত বলে'
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে;
দে রে চিত্তে মোর
সকল-ভোলার ঐ ঘোর,
খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্ত্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে॥

শিশুর জীবন

ছোট ছেলে হওয়ার সাহস
আছে কি এক ফোঁটা,
তাই ত এমন বুড়ো হ'য়েই মরি।
তিলে তিলে জমাই কেবল,
জমাই এটা ওটা,
পলে পলে বাক্স বোঝাই করি।
কাল্‌কে-দিনের ভাবনা এসে
আজ দিনেরে মার্‌লে ঠেসে
কাল তুলি ফের পরদিনের বোঝা।
সাধের জিনিষ ঘরে এনেই
দেখি, এনে ফল কিছু নেই
খোঁজের পরে আবার চলে খোঁজা!

ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত
দেখ্‌তে না পাই পথ,
তাকিয়ে থাকি পর্শুদিনের পানে,

ভবিষ্যৎ ত চিরকালই
থাক্‌বে ভবিষ্যৎ,
ছুটি তবে মিল্‌বে বা কোন্‌খানে?
বুদ্ধি-দীপের আলো জ্বালি'
হাওয়ায় শিখা কাঁপ্‌চে খালি,—
হিসেব করে' পা টিপে পথ হাঁটি।
মন্ত্রণা দেয় কত জনা,
সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা,
পদে-পদে হাজার খুঁটিনাটি।

শিশু হবার ভরসা আবার
জাগুক্ আমার প্রাণে,
লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে,
ভবিষ্যতের মুখস্ খানা
খসাব এক-টানে,
দেখ্‌ব তা'রেই বর্ত্তমানের কালে।
ছাদের কোণে পুকুর-পারে
জান্‌ব নিত্য-অজানারে
মিশিয়ে র'বে অচেনা আর চেনা;

শিশুর জীবন

জমিয়ে ধূলো সাজিয়ে ঢেলা
তৈরি হবে আমার খেলা,
সুখ র'বে মোর বিনামূল্যেই কেনা।

বড় হবার দায় নিয়ে, এই
বড়র হাটে এসে
নিত্য চলে ঠেলাঠেলির পালা।
যাবার বেলায় বিশ্ব আমার
বিকিয়ে দিয়ে শেষে
শুধুই নেব ফাঁকা কথার ডালা।
কোন্‌টা শস্তা, কোন্‌টা দামী
ওজন কর্‌তে গিয়ে, আমি
বেলা আমার বইয়ে দেব দ্রুত,
সন্ধ্যা যখন আঁধার হবে
হঠাৎ মনে লাগ্‌বে তবে
কোনোটাই না হ'ল মনঃপূত।

বাল্য দিয়ে যে-জীবনের
আরম্ভ হয় দিন
বাল্যে আবার হোক না তাহা সারা।

শিশু ভোলানাথ

জলে স্থলে সঙ্গ আবার,
পাক্‌ না বাঁধন-হীন
ধূলায় ফিরে আসুক না পথহারা।
সম্ভাবনার ডাঙা হ'তে
অসম্ভবের উতল স্রোতে
দিই না পাড়ি স্বপন-তরী নিয়ে।
আবার মনে বুঝিনা এই,
বস্তু বলে' কিছুই ত নেই
বিশ্ব গড়া যা-খুসি তাই দিয়ে।

প্রথম যেদিন এসেছিলেম
নবীন পৃথ্বীতলে
রবির আলোয় জীবন মেলে দিয়ে,
সে যেন কোন্‌ জগৎ-জোড়া
ছেলেখেলার ছলে,
কোথাথেকে কেই-বা জানে কি এ!
শিশির যেমন রাতে রাতে,
কে যে তা'রে লুকিয়ে গাঁথে,
ঝিল্লি বাজায় গোপন ঝিনিঝিনি।

শিশুর জীবন

ভোর বেলা যেই চেয়ে দেখি,
আলোর সঙ্গে আলোর এ কি
ইসারাতে চল্‌চে চেনাচিনি।

সেদিন মনে জেনেছিলেম
নীল আকাশের পথে
ছুটির হাওয়ায় ঘুর লাগাল বুঝি!
যা-কিছু সব চলেচে ঐ
ছেলেখেলার রথে
যে-যার আপন দোসর খুঁজি' খুঁজি'।
গাছে খেলা ফুল-ভরানো
ফুলে খেলা ফল-ধরানো,
ফলের খেলা অঙ্কুরে অঙ্কুরে।
স্থলের খেলা জলের কোলে,
জলের খেলা হাওয়ার দোলে,
হাওয়ার খেলা আপন বাঁশির সুরে।

ছেলের সঙ্গে আছ তুমি
নিত্য ছেলেমানুষ,
নিয়ে তোমার মাল্‌-মস্‌লার ঝুলি।

আকাশেতে ওড়াও তোমার
কত রকম ফানুষ
মেঘে বোলাও রং-বেরঙের তুলি।
সেদিন আমি আপন মনে
ফিরেছিলেম তোমার সনে,
খেলেছিলেম হাত মিলিয়ে হাতে।
ভাসিয়েছিলেম রাশি রাশি
কথায় গাঁথা কান্না-হাসি
তোমারি সব ভাসান্-খেলার সাথে।

ঋতুর তরী বোঝাই কর
রঙীন ফুলে ফুলে,
কালের স্রোতে যায় তা'রা সব ভেসে।
আবার তা'রা ঘাটে লাগে
হাওয়ায় দুলে দুলে
এই ধরণীর কূলে কূলে এসে।
মিলিয়েছিলেম বিশ্ব-ডালায়
তোমার ফুলে আমার মালায়,
সাজিয়েছিলেম ঋতুর তরণীতে,

আশা আমার আছে মনে
বকুল কেয়া শিউলি সনে
ফিরে ফিরে আস্‌বে ধরণীতে।

সেদিন যখন গান গেয়েচি
আপন মনে নিজে,
বিনা কাজে দিন গিয়েচে চলে',
তখন আমি চোখে তোমার
হাসি দেখেচি যে,
চিনেছিলে আমায় সাথী বলে'।
তোমার ধূলো তোমার আলো
আমার মনে লাগ্‌ত ভালো,
শুনেছিলেম উদাস-করা বাঁশি।
বুঝেছিলে সে ফাল্গুনে
আমার সে গান শুনে শুনে
তোমারো গান আমি ভালবাসি।

দিন গেল ঐ মাঠে বাটে,
আঁধার নেমে প'ল ;
এপার থেকে বিদায় মেলে যদি

তবে তোমার সন্ধ্যেবেলার
খেয়াতে পাল তোলো,
পার হব এই হাটের ঘাটের নদী।
আবার ওগো শিশুর সাথী
শিশুর ভুবন দাও ত পাতি'
করব খেলা তোমায় আমায় একা।
চেয়ে তোমার মুখের দিকে
তোমায়, তোমার জগৎটিকে
সহজ চোখে দেখ্‌ব সহজ দেখা।

৪ঠা কার্ত্তিক
১৩২৮

তালগাছ

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
একেবারে উড়ে যায় ;
কোথা পাবে পাখা সে ?

তাই ত সে ঠিক তা'র মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তা'র,—
মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে' তা'র।

সারাদিন ঝর্‌ঝর থখর
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও,
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও !

তারপরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তা'র মনটি
যেই ভাবে, মা যে হয় মাটি তা'র
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

২রা কার্ত্তিক
১৩২৮

———

বুড়ি

এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চর্‌কা-কাটা বুড়ি,
পুরাণে তা'র বয়স লেখে
সাত শ' হাজার কুড়ি।
শাদা সূতোয় জাল বোনে সে
হয় না বুনন সারা,
পণ ছিল তা'র, ধর্‌বে জালে
লক্ষ কোটি তারা।

হেনকালে কখন্ আঁখি
পড়্‌ল ঘুমে ঢুলে,
স্বপনে তা'র বয়সখানা
বেবাক্ গেল ভুলে।
ঘুমের পথে পথ হারিয়ে,
মায়ের কোলে এসে
পূর্ণ চাঁদের হাসিখানি
ছড়িয়ে দিল হেসে।

শিশু ভোলানাথ

সন্ধ্যেবেলায় আকাশ চেয়ে
কি পড়ে তা'র মনে।
চাঁদকে করে ডাকাডাকি,
চাঁদ হাসে আর শোনে।
যে-পথ দিয়ে এসেছিল
স্বপন-সাগর-তীরে
দু'হাত তুলে সে-পথ দিয়ে
চায় সে যেতে ফিরে।

হেনকালে মায়ের মুখে
যেম্‌নি আঁখি তোলে
চাঁদে ফেরার পথখানি যে
তক্ষনি সে ভোলে।
কেউ জানেনা কোথায় বাসা
এল কি পথ বেয়ে,
কেউ জানেনা এই মেয়ে সেই
আদ্যিকালের মেয়ে।

বয়সখানার খ্যাতি তবু
রইল জগৎ জুড়ি'—
পাড়ার লোকে যে দেখে সেই
ডাকে, "বুড়ি বুড়ি"।
সব-চেয়ে যে পুরাণো সে,
কোন্ মন্ত্রের বলে
সব চেয়ে আজ নতুন হ'য়ে
নাম্‌ল ধরাতলে।

রবিবার

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব
আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি
মস্ত হাওয়া-গাড়ি ?
রবিবার সে কেন, মাগো,
এমন দেরি করে ?
ধীরে ধীরে পৌঁছয় সে
সকল বারের পরে।
আকাশ পারে তা'র বাড়িটি
দূর কি সবার চেয়ে ?
সে বুঝি, মা, তোমার মত
গরীব ঘরের মেয়ে ?

সোম মঙ্গল বুধের খেয়াল
থাক্‌বারই জন্যেই,
বাড়ি ফেরার দিকে ওদের
একটুও মন নেই।

রবিবার

রবিবারকে কে যে এমন
বিষম তাড়া করে,
ঘণ্টাগুলো বাজায় যেন
আধ ঘণ্টার পরে।
আকাশ পারে বাড়িতে তা'র
কাজ আছে সব চেয়ে,
সে বুঝি, মা, তোমার মত
গরীব ঘরের মেয়ে।

সোম মঙ্গল বুধের যেন
মুখগুলো সব হাঁড়ি,
ছোট ছেলের সঙ্গে তাদের
বিষম আড়াআড়ি।
কিন্তু শনির রাতের শেষে
যেম্‌নি উঠি জেগে,
রবিবারের মুখে দেখি
হাসিই আছে লেগে।

শম্ভু ভোলানাথ

যাবার বেলায় যায় সে কেঁদে
মোদের মুখে চেয়ে।
সে বুঝি, মা, তোমার মত
গরীব ঘরের মেয়ে॥

৫ই আশ্বিন
১৩২৮

মনে পড়া

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন্ খেল্‌তে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কি সুর গুণগুণিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোল্‌না ঠেলে ঠেলে ;
মা গিয়েচে, যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলিবনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে,
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে ?

শিশু ভোলানাথ

কবে বুঝি আন্‌ত মা সেই
ফুলের সাজি ব'য়ে,
পূজোর গন্ধ আসে যে তাই
মায়ের গন্ধ হ'য়ে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে ;
জান্‌লা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে
মনে হয়, মা আমার পানে
চাইচে অনিমিখে।
কোলের পরে ধরে' কবে
দেখ্‌ত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেচে
সারা আকাশ ছেয়ে।

৯ই আশ্বিন
১৩২৮

পুতুল ভাঙা

“সাত-আট্‌টে সাতাশ”, আমি
বলেছিলেম বলে’
গুরুমশায় আমার পরে
উঠ্‌ল রাগে জ্বলে’।
মাগো, তুমি পাঁচ পয়সায়
এবার রথের দিনে
সেইযে রঙিন পুতুলখানি
আপনি দিলে কিনে
খাতার নীচে ছিল ঢাকা ;
দেখালে এক ছেলে,
গুরুমশায় রেগে মেগে
ভেঙে দিলেন ফেলে।
বল্লেন, “তোর দিন রাত্তির
কেবল যত খেলা।
একটুও তোর মন বসে না
পড়াশুনোর বেলা।”

মাগো, আমি জানাই কা'কে ?
ওঁর কি গুরু আছে ?
আমি যদি নালিশ করি
এক্ষণি তাঁর কাছে ?
কোনো রকম খেলার পুতুল
নেই কি, মা, ওঁর ঘরে ?
সত্যি কি ওঁর একটুও মন
নেই পুতুলের পরে ?
সকাল সাঁজে তাদের নিয়ে
করতে গিয়ে খেলা
কোনো পড়ায় করেন নি কি
কোনো রকম হেলা ?
ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে
ভাঙেন কেহ রাগে,
বল্ দেখি, মা, ওঁর মনে তা
কেমন-তরো লাগে ?

৯ই আশ্বিন
১৩২৮

মুর্খু

নেইবা হলেম যেমন তোমার
　　অম্বিকে গোঁসাই!
আমি ত, মা, চাই না হ'তে
　　পণ্ডিত মশাই।
নাই যদি হই ভালো ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
　　গুটি পোকার গুটি,
মুর্খু হ'য়ে রইব তবে?
আমার তা'তে কিই-বা হবে,
মুর্খু যারা তাদেরি ত
　　সমস্ত খন ছুটি।

তা'রাই ত সব রাখাল ছেলে
　　গোরু চরায় মাঠে।
নদীর ধারে বনে বনে
　　তাদের বেলা কাটে।

ডিঙির 'পরে পাল তুলে' দেয়,
ঢেউয়ের মুখে নাও খুলে দেয়,
ঝাউ কাট্‌তে যায় চলে' সব
নদী পারের চরে।
তা'রাই মাঠে মাচা পেতে'
পাখী তাড়ায় ফসল ক্ষেতে,
বাঁকে করে' দই নিয়ে যায়
পাড়ার ঘরে ঘরে।

কাস্তে হাতে, চুব্‌ড়ি মাথায়,
সন্ধ্যে হ'লে পরে
ফেরে গাঁয়ে কৃষাণ ছেলে,
মন যে কেমন করে!
যখন গিয়ে পাঠশালাতে
দাগা বুলোই খাতার পাতে,
গুরু মশাই দুপুর বেলায়
বসে' বসে' ঢোলে,

মূর্খু

হাঁকিয়ে গাড়ি কোন্ গাড়োয়ান
মাঠের পথে যায় গেয়ে গান,
শুনে আমি পণ করি যে
মুখ্খু হব বলে'।

দুপুর বেলায় চিল ডেকে যায় ;
হঠাৎ হাওয়া আসি
বাঁশ বাগানে বাজায় যেন
সাপ খেলাবার বাঁশি।
পূবের দিকে বনের কোলে
বাদল-বেলার আঁচল দোলে,
ডালে ডালে উছ্‌লে ওঠে
শিরীষ ফুলের ঢেউ।
এরা যে পাঠ-ভোলার দলে
পাঠশালা সব ছাড়্‌তে বলে,
আমি জানি এরা ত, মা,
পণ্ডিত নয় কেউ।

শিশু ভোলানাথ

যাঁরা অনেক পুঁথি পড়েন
তাঁদের অনেক মান।
ঘরে ঘরে সবার কাছে
তাঁরা আদর পান।
সঙ্গে তাঁদের ফেরে চেলা,
ধুমধামে যায় সারা বেলা,
আমি ত, মা, চাইনে আদর
তোমার আদর ছাড়া।
তুমি যদি, মুর্খু বলে'
আমাকে, মা, না নাও কোলে
তবে আমি পালিয়ে যাব
বাদ্‌লা মেঘের পাড়া।

সেখান থেকে বৃষ্টি হ'য়ে
ভিজিয়ে দেব' চুল।
ঘাটে যখন যাবে, আমি
করব হুলুস্থুল।

মুর্খু

রাত থাকৃতে অনেক ভোরে
আস্‌ব নেমে আঁধার করে,'
ঝড়ের হাওয়ায় ঢুকৃব ঘরে
দুয়ার ঠেলে' ফেলে',
তুমি বল্‌বে মেলে' আঁখি,
"দুষ্টু দেয়া ক্ষেপ্‌ল না কি ?"
আমি বল্‌ব "ক্ষেপেচে আজ
তোমার মুর্খু ছেলে !"

১০ই আশ্বিন। ১৩২৮

সাত সমুদ্র পারে

দেখ্‌চ নাকি, নীল মেঘে আজ
আকাশ অন্ধকার।
সাত সমুদ্র তের নদী
আজকে হ'ব পার।
নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ,
নাইক হরিশ খোঁড়া,
তাই ভাবি যে কা'কে আমি
করব আমার ঘোড়া?

কাগজ ছিঁড়ে এনেচি এই
বাবার খাতা থেকে,
নৌকো দে না বানিয়ে, অম্‌নি
দিস্‌, মা, ছবি এঁকে।
রাগ করবেন বাবা বুঝি
দিল্লি থেকে ফিরে?
ততক্ষণ যে চলে' যাব
সাত সমুদ্র তীরে।

এম্‌নি কি তোর কাজ আছে, মা,
কাজ ত রোজই থাকে।
বাবার চিঠি এক্ষুণি কি
দিতেই হবে ডাকে?
নাই বা চিঠি ডাকে দিলে
আমার কথা রাখো,
আজকে না হয় বাবার চিঠি
মাসী লিখুন্ নাকো!

আমার এ যে দরকারী কাজ
বুঝ্‌তে পার নাকি?
দেরী হলেই একেবারে
সব যে হবে ফাঁকি।
মেঘ কেটে যেই রোদ্ উঠ্‌বে
বৃষ্টি বন্ধ হ'লে
সাত সমুদ্র তেরো নদী
কোথায় যাবে চলে'!

১০ই আশ্বিন।

জ্যোতিষী

ঐ যে রাতের তারা
জানিস্ কি, মা, কা'রা ?
সারাটিখন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমনধারা !
আমার যেমন নেইক ডানা,
আকাশপানে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,
তেম্‌নি ওদের পা নেই বলে'
পারে না যে আস্‌তে চলে'
এই পৃথিবীর পরে।

সকালে যে-নদীর বাঁকে
জল নিতে যাস্ কল্‌সী কাঁখে
সজ্‌নে তলার ঘাটে
সেথায়, ওদের আকাশ থেকে
আপন ছায়া দেখে' দেখে'
সারা পহর কাটে।

ভাবে ওরা চেয়ে চেয়ে,
হ'তেম যদি গাঁয়ের মেয়ে
তবে সকাল সাঁজে
কল্‌সীখানি ধরে' বুকে
সাঁতরে নিতেম মনের সুখে
ভরা নদীর মাঝে।

আর আমাদের ছাতের কোণে
তাকায়, যেথা গভীর বনে
রাক্ষসদের ঘরে
রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে,
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তা'কে
জাগাই শয্যা 'পরে।
ভাবে ওরা, আকাশ ফেলে'
হ'ত যদি তোমার ছেলে,
এইখানে এই ছাতে
দিন কাটাত খেলায় খেলায়
তা'র পরে সেই রাতের বেলায়
ঘুমোত তোর সাথে।

শিশু ভোলানাথ

যেদিন আমি নিশুত রাতে
হঠাৎ উঠি বিছানাতে
স্বপন থেকে জেগে'
জান্‌লা দিয়ে দেখি চেয়ে
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
ঝাপ্‌সা আছে মেঘে !
বসে' বসে' ক্ষণে ক্ষণে
সেদিন আমার হয় যে মনে
ওদের স্বপ্ন বলে'।
অন্ধকারের ঘুম লাগে যেই
ওরা আসে সেই পহরেই,
ভোর বেলা যায় চলে'।
আঁধার রাতি অন্ধ ও যে,
দেখ্‌তে না পায়, আলো খোঁজে,
সবই হারিয়ে ফেলে।
তাই আকাশে মাদুর পেতে
সমস্ত খন স্বপনেতে
দেখা-দেখা খেলে।

১০ই আশ্বিন ১৩২৮

খেলা-ভোলা

তুই কি ভাবিস্, দিনরাত্তির
খেল্‌তে আমার মন?
কখ্‌খনো তা সত্যি না, মা,—
আমার কথা শোন্।
সেদিন ভোরে দেখি উঠে
বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে,
রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে—
বাঁশের ডালে ডালে;
ছুটির দিনে কেমন সুরে
পূজোর সানাই বাজ্‌চে দূরে,
তিন্‌টে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে;—
খেল্‌নাগুলো সাম্‌নে মেলি'
কি যে খেলি, কি যে খেলি,
সেই কথাটাই সমস্ত খন
ভাব্‌নু আপন মনে।

লাগ্‌ল না ঠিক কোনো খেলাই,
কেটে গেল সারা বেলাই,
রেলিং ধরে' রইনু বসে'
বারান্দাটার কোণে।

খেলা-ভোলার দিন, মা, আমার
আসে মাঝে মাঝে।
সেদিন আমার মনের ভিতর
কেমনতর বাজে।
শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কা'দের ছাতের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগ্‌নি রঙের সাড়ি।
চেয়ে চেয়ে চুপ করে' রই,
তেপান্তরের পার বুঝি ঐ,
মনে ভাবি ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।

থাকৃত যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া
তক্ষুনি যে যেতেম তা'রে
লাগাম দিয়ে কসে'।
যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় বসে'।

একেক দিন যে দেখেছি, তুই
বাবার চিঠি হাতে
চুপ করে' কি ভাবিস্ বসে'
ঠেস্ দিয়ে জান্‌লাতে।
মনে হয় তোর মুখে চেয়ে
তুই যেন কোন্ দেশের মেয়ে,
যেন আমার অনেক কালের
অনেক দূরের মা।

শিশু ভোলানাথ

কাছে গিয়ে হাতখানি ছুঁই
হারিয়ে-ফেলা মা যেন তুই,
মাঠ পারে কোন্ বটের তলার
বাঁশির স্থুরের মা।
খেলার কথা যায় যে ভেসে,
মনে ভাবি কোন্ কালে সে
কোন্ দেশে তোর বাড়ি ছিল
কোন্ সাগরের কূলে।
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে
অজানা সেই দ্বীপের ঘরে
তোমায় আমায় ভোর বেলাতে
নৌকোতে পাল তুলে।

১১ই আশ্বিন, ১৩২৮

পথহারা

আজ্‌কে আমি কতদূর যে
গিয়েছিলেম চলে’।
যত তুমি ভাব্‌তে পার
তা’র চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ করতে পার্‌ব না তা’
তোমায় বলে’ বলে’।

অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
আরো অনেক দূর।
মাঝখানেতে কত যে বেত,
কত যে বাঁশ, কত যে ক্ষেত,
ছাড়িয়ে ওদের ঠাকুরবাড়ি
ছাড়িয়ে তালিমপুর।

পেরিয়ে গেলেম যেতে যেতে
সাত কুশী সব গ্রাম,
ধানের গোলা গুণ্‌ব কত
জোদ্দারদের গোলার মত,
সেখানে যে মোড়ল কা'রা
জানিনে তা'র নাম।

একে একে মাঠ পেরলুম
কত মাঠের পরে!
তা'র পরে, উঃ, বলি, মা, শোন্,
সাম্‌নে এল প্রকাণ্ড বন,
ভিতরে তা'র ঢুক্‌তে গেলে
গা ছম-ছম করে!

জামতলাতে বুড়ি ছিল,
বল্‌লে, "খবরদার"!
আমি বল্‌লেম বারণ শুনে
"ছ'পণ কড়ি এই নে গুণে",
যতক্ষণ সে গুণ্‌তে থাকে
হ'য়ে গেলেম পার।

পথহারা

কিছুরি শেষ নেই কোথাও
আকাশ পাতাল জুড়ি'।
যতই চলি যতই চলি
বেড়েই চলে বনের গলি,
কালো মুখোস্‌পরা আঁধার
সাজ্‌ল জুজু বুড়ি।

খেজুর গাছের মাথায় বসে'
দেখ্‌চে কা'রা ঝুঁকি'।
কা'রা যে সব ঝোপের পাশে
একটুখানি মুচ্‌কে হাসে,
বেঁটে বেঁটে মানুষগুলো
কেবল মারে উঁকি।

আমায় যেন চোখ্‌ টিপ্‌চে
বুড়ো গাছের গুঁড়ি।
লম্বা লম্বা কা'দের পা যে
ঝুল্‌চে ডালের মাঝে মাঝে,
মনে হচ্চে পিঠে আমার
কে দিল সুড়সুড়ি।

ফিস্‌ফিসিয়ে কইচে কথা
দেখ্‌তে না পাই কে সে।
অন্ধকারে হুদ্দাড়িয়ে
কে যে কা'রে যায় তাড়িয়ে,
কি জানি কি গা চেটে যায়
হঠাৎ কাছে এসে।

ফুরোয় না পথ, ভাব্‌চি আমি
ফির্‌ব কেমন করে'।
সাম্‌নে দেখি কিসের ছায়া,—
ডেকে বলি, "শেয়াল ভায়া,
মায়ের গাঁয়ের পথ তোরা কেউ
দেখিয়ে দে না মোরে।"

কয় না কিছুই, চুপ্‌টি করে'
কেবল মাথা নাড়ে।
সিঙ্গি মামা কোথা থেকে
হঠাৎ কখন্ এসে ডেকে
কে জানে, মা, হালুম করে'
পড়্‌ল যে কা'র ঘাড়ে।

বল্ দেখি তুই, কেমন করে'
　　　　ফিরে পেলেম মাকে ?
কেউ জানে না কেমন করে' ;
কানে কানে বল্‌ব তোরে ?—
যেম্‌নি স্বপন ভেঙে গেল
　　　　সিঙ্গি মামার ডাকে।

১৫ই আশ্বিন
১৩২৮

সংশয়ী

কোথায় যেতে ইচ্ছে করে
শুধাস্ কি, মা, তাই ?
যেখান থেকে এসেছিলেম
সেথায় যেতে চাই।
কিন্তু সে যে কোন্ জায়গা
ভাবি অনেকবার।
মনে আমার পড়ে না ত
একটুখানি তা'র !
ভাব্না আমার দেখে, বাবা
বল্লে সেদিন হেসে'
"সে জায়গাটি মেঘের পারে
সন্ধ্যাতারার দেশে।"
তুমি বল, "সে দেশখানি
মাটির নীচে আছে,
যেখান থেকে ছাড়া পেয়ে
ফুল ফোটে সব গাছে।"

মাসী বলে, "সে দেশ আমার
আছে সাগর তলে,—
যেখানেতে আঁধার ঘরে
লুকিয়ে মাণিক জ্বলে।"
দাদা আমার চুল টেনে দেয়,
বলে, "বোকা ওরে,
হাওয়ায় সে দেশ মিলিয়ে আছে
দেখ্‌বি কেমন করে' ?"
আমি শুনে ভাবি, আছে
সকল জায়গাতেই।
সিধু মাষ্টার বলে শুধু,
"কোনোখানেই নেই।"

রাজা ও রাণী

এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা।
ভোরের রাতে উঠে
আমি গিয়েছিলুম ছুটে,
দেখ্‌তে ডালিম গাছে
বনের পিরভু কেমন নাচে।
ডালে ছিলেম চড়ে',
সেটা ভেঙেই গেল পড়ে'।
সেদিন হ'ল মানা
আমার পেয়ারা পেড়ে আনা,
রথ দেখ্‌তে যাওয়া
আমার চিঁড়ের পুলি খাওয়া।
কে দিল সেই সাজা,
জান কে ছিল সেই রাজা ?

রাজা ও রাণী

এক যে ছিল রাণী
আমি তা'র কথা সব মানি।
সাজার খবর পেয়ে
আমায় দেখ্‌ল কেবল চেয়ে।
বল্‌লে না ত কিছু,
কেবল মুখটি করে' নীচু
আপন ঘরে গিয়ে
সেদিন রইল আগল দিয়ে।
হ'ল না তা'র খাওয়া,
কিম্বা রথ দেখ্‌তে যাওয়া।
নিল আমায় কোলে
সাজার সময় সারা হ'লে।
গলা ভাঙা-ভাঙা,
তা'র চোখ-দুখানি রাঙা।
কে ছিল সেই রাণী
আমি জানি জানি জানি।

দূর

পূজোর ছুটি আসে যখন
বক্‌সারেতে যাবার পথে—
দূরের দেশে যাচ্চি ভেবে
ঘুম হয় না কোনোমতে।
সেখানে যেই নতুন বাসায়
হপ্তা দুয়েক খেলায় কাটে
দূর কি আবার পালিয়ে আসে
আমাদেরি বাড়ির ঘাটে!
দূরের সঙ্গে কাছের কেবল
কেনই যে এই লুকোচুরি,
দূর কেন যে করে এমন
দিনরাত্তির ঘোরাঘুরি!
আমরা যেমন ছুটি হ'লে
ঘর-বাড়ি সব ফেলে রেখে
রেলে চড়ে' পশ্চিমে যাই
বেরিয়ে পড়ি দেশের থেকে,

তেমনিতরো সকালবেলা
ছুটিয়ে আলো আকাশেতে
রাতের থেকে দিন যে বেরয়
দূরকে বুঝি খুঁজে পেতে ?
সে-ও ত যায় পশ্চিমেতেই,
ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যে হ'লে,
তখন দেখে রাতের মাঝেই
দূর সে আবার গেছে চলে'।
সবাই যেন পলাতকা
মন টেঁকে না কাছের বাসায়।
দলে দলে পলে পলে
কেবল চলে দূরের আশায়।
পাতায় পাতায় পায়ের ধ্বনি,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ডাকাডাকি,
হাওয়ায় হাওয়ায় যাওয়ার বাঁশি
কেবল বাজে থাকি থাকি।
আমায় এরা যেতে বলে,
যদি বা যাই, জানি তবে
দূরকে খুঁজে খুঁজে শেষে
মায়ের কাছেই ফিরতে হবে।

বাউল

দূরে অশথ তলায়
পুঁতির কণ্ঠিখানি গলায়
বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছ ?
সাম্‌নে আঙিনাতে
তোমার এক-তারাটি হাতে
তুমি সুর লাগিয়ে নাচো !
পথে কর্‌তে খেলা
আমার কখন হ'ল বেলা
আমায় শাস্তি দিল তাই।
ইচ্ছে হোথায় নাবি
কিন্তু ঘরে বন্ধ চাবি
আমার বেরুতে পথ নাই।
বাড়ি ফেরাব তবে
তোমায় কেউ না তাড়া করে
তোমার নাই কোনো পাঠশালা।
সমস্ত দিন কাটে
তোমার পথে ঘাটে মাঠে
তোমার ঘরেতে নেই তালা।

তাই ত তোমার নাচে
আমার প্রাণ যেন ভাই বাঁচে,
আমার মন যেন পায় ছুটি,
ওগো তোমার নাচে
যেন ঢেউয়ের দোলা আছে,
ঝড়ে গাছের লুটোপুটি।
অনেক দূরের দেশ
আমার চোখে লাগায় রেশ,
যখন তোমায় দেখি পথে।
দেখ্‌তে যে পায় মন
যেন নাম-না-জানা বন
কোন্ পথহারা পর্ব্বতে।
হঠাৎ মনে লাগে,
যেন অনেক দিনের আগে,
আমি অম্‌নি ছিলেম ছাড়া।
সেদিন গেল ছেড়ে,
আমার পথ নিল কে কেড়ে,
আমার হারাল এক-তারা।
কে নিল গো টেনে,
আমায় পাঠশালাতে এনে,

আমার   এল গুরুমশায়।
মন সদা যার চলে
যত   ঘর-ছাড়াদের দলে
তা'রে   ঘরে কেন বসায় ?
কও ত আমায়, ভাই,
তোমার   গুরুমশায় নাই ?
আমি   যখন দেখি ভেবে
বুঝ্‌তে পারি খাঁটি,
তোমার   বুকের একতারাটি,
তোমায়   ঐ ত পড়া দেবে।
তোমার কানে কানে
ওরি   গুন্‌গুনানি গানে,
তোমায়   কোন্ কথা যে কয়!
সব কি তুমি বোঝো ?
তারি   মানে যেন খোঁজো
কেবল   ফিরে ভুবনময়।
ওরি কাছে বুঝি
আছে   তোমার নাচের পুঁজি,
তোমার   ক্ষ্যাপা পায়ের ছুটি ?
ওরি সুরের বোলে

তোমার গলার মালা দোলে,
তোমার দোলে মাথার ঝুঁটি।
মন যে আমার পালায়
তোমার একতারা-পাঠশালায়,
আমায় ভুলিয়ে দিতে পারো?
নেবে আমায় সাথে?
এ-সব পণ্ডিতেরি হাতে
আমায় কেন সবাই মারো?
ভুলিয়ে দিয়ে পড়া
আমায় শেখাও সুরে-গড়া
তোমার তালা-ভাঙার পাঠ।
আর কিছু না চাই,
যেন আকাশখানা পাই,
আর পালিয়ে যাবার মাঠ।
দূর কেন আছ?
দ্বারের আগল ধরে' নাচো,
বাউল, আমারি এইখানে।
সমস্ত দিন ধরে'
যেন মাতন ওঠে ভরে'
তোমার ভাঙন-লাগা গানে।

দুষ্টু

তোমার কাছে আমিই দুষ্ট ,
ভালো যে আর সবাই।
মিত্তিরদের কালু নীলু
ভারি ঠাণ্ডা ক'ভাই !
যতীশ ভালো, সতীশ ভালো,
ন্যাড়া নবীন ভালো,
তুমি বল ওরাই কেমন
ঘর করে' রয় আলো।
মাখন বাবুর দুটি ছেলে
দুষ্টু ত নয় কেউ—
গেটে তাদের কুকুর বাঁধা
কর্ত্তেচে ঘেউ ঘেউ।
পাঁচকড়ি ঘোষ লক্ষী ছেলে,
দত্ত পাড়ার গবাই,
তোমার কাছে আমিই দুষ্টু
ভালো যে আর সবাই।

দুষ্টু

তোমার কথা আমি যেন
শুনিনে কখ্খোনই,
জামা কাপড় যেন আমার
সাফ্ থাকেনা কোনোই।
খেলা করতে বেলা করি,
বৃষ্টিতে যাই ভিজে,
দুষ্টুপনা আরো আছে
অম্নি কত কি যে।
বাবা আমার চেয়ে ভালো ?
সত্যি বল তুমি,
তোমার কাছে করেন নি কি
একটুও দুষ্টুমি ?
যা বল সব শোনেন তিনি,
কিচ্ছু ভোলেন না কো ?
খেলা ছেড়ে আসেন চলে’
যেমনি তুমি ডাকো ?

ইচ্ছামতী

যখন যেমন মনে করি
তাই হ'তে পাই যদি
আমি তবে এক্ষনি হই
ইচ্ছামতী নদী।
রৈবে আমার দখিন ধারে
সূর্য্য ওঠার পার,
বাঁয়ের ধারে সন্ধ্যে বেলায়
নাম্‌বে অন্ধকার।
আমি কইব মনের কথা
দুই পারেরি সাথে,
আধেক কথা দিনের বেলায়,
আধেক কথা রাতে।

যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই
আপন গাঁয়ের ঘাটে

ঠিক্ তখনি গান গেয়ে যাই
দূরের মাঠে মাঠে।
গাঁয়ের মানুষ চিনি, যারা
নাইতে আসে জলে,
গোরু মহিষ নিয়ে যারা
সাঁৎরে ও-পার চলে।
দূরের মানুষ যারা তাদের
নতুনতরো বেশ,
নাম জানিনে, গ্রাম জানিনে
অদ্ভুতের একশেষ।

জলের উপর ঝলোমলো
টুক্‌রো আলোর রাশি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে পরীর নাচন,
হাততালি আর হাসি।
নীচের তলায় তলিয়ে যেথায়
গেছে ঘাটের ধাপ
সেইখানেতে কারা সবাই
রয়েচে চুপচাপ।

কোণে কোণে আপন মনে
করচে তা'রা কি কে।
আমারি ভয় করবে কেমন
তাকাতে সেই দিকে।

গাঁয়ের লোকে চিন্‌বে আমার
কেবল একটুখানি।
বাকি কোথায় হারিয়ে যাবে
আমিই সে কি জানি?
এক ধারেতে মাঠে ঘাটে
সবুজ বরণ শুধু,
আর একধারে বালুব চরে
রৌদ্র করে ধু ধু।
দিনের বেলায় যাওয়া আসা,
রাত্তিরে থম্ থম্!
ডাঙার পানে চেয়ে চেয়ে
করবে গা ছম্ ছম।

২৩শে আশ্বিন
১৩২৮

অন্য মা

আমার মা না হয়ে, তুমি
আর কারো মা হ'লে
ভাব্‌চ তোমায় চিন্‌তেম না,
যেতেম না ঐ কোলে ?
মজা আরো হ'ত ভারি,
দুই জায়গায় থাক্‌ত বাড়ি,
আমি থাক্‌তেম এই গাঁয়েতে,
তুমি পারের গাঁয়ে।
এইখানেতেই দিনের বেলা
যা-কিছু সব হ'ত খেলা
দিন ফুরলেই তোমার কাছে
পেরিয়ে যেতেম নায়ে।
হঠাৎ এসে পিছন দিকে
আমি বল্‌তেম, "বল্ দেখি কে ?"
তুমি ভাব্‌তে, চেনার মত
চিনিনে ত তবু।

তখন কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে'
আমি বল্‌তেম গলা ধরে'—
"আমায় তোমার চিন্‌তে হবেই,
আমি তোমার অবু!"

ঐ পারেতে যখন তুমি
আন্‌তে যেতে জল,—
এই পারেতে তখন ঘাটে
বল্‌ দেখি কে বল্‌?
কাগজ-গড়া নৌকোটিকে
ভাসিয়ে দিতেম তোমার দিকে,
যদি গিয়ে পৌঁছত সে
বুঝ্‌তে কি, সে কা'র?
সাঁতার আমি শিখি নি যে
নইলে আমি যেতেম নিজে,
আমার পারের থেকে আমি
যেতেম তোমার পার।

মায়ের পারে অবুর পারে
থাকৃত তফাৎ, কেউ ত কারে
ধরতে গিয়ে পেত না কো,
রই ত না এক সাথে।
দিনের বেলায় ঘুরে ঘুরে
দেখা-দেখি দূরে দূরে,—
সন্ধ্যে বেলায় মিলে যেত
অবুতে আর মাতে।

কিন্তু হঠাৎ কোনোদিনে
যদি বিপিন মা ঝ
পার করতে তোমার পারে
নাই হ'ত মা রাজি।
ঘরে তোমার প্রদীপ জ্বেলে'
ছাতের পরে মাতুর মেলে'
বস্তে তুমি, পায়ের কাছে
বস্ত ক্ষান্ত বুড়ি ;

উঠ্‌ত তারা সাত ভায়েতে,
ডাক্‌ত শেয়াল ধানের ক্ষেতে,
উড়ো ছায়ার মত বাতুড়
কোথায় যেত উড়ি।
তখন কি, মা, দেরি দেখে'
ভয় হ'তনা থেকে থেকে,
পার হ'য়ে, মা, আস্‌তে হ'তই
অবু যেথায় আছে।
তখন কি আব ছাড়া পেতে ?
দিতেম কি আর ফিবে যেতে ?
ধরা পড়ত মায়ের ও পার
অবুর পাবের কাছে।

দুয়োরাণী

ইচ্ছে করে মা যদি তুই
হতিস্ দুয়োরাণী !
ছেড়ে দিতে এম্নি কি ভয়
তোমার এ ঘরখানি।
ঐখানে ঐ পুকুর পারে
জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
ও যেন ঘোর বনের মধ্যে
কেউ কোত্থাও নেই।
ঐখানে ঝাউতলা জুড়ে
বাঁধ্‌ব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,
শুক্‌নো পাতা বিছিয়ে ঘরে
থাক্‌ব দুজনেই।
বাঘ ভাল্লুক অনেক আছে
আস্‌বেনা কেউ তোমার কাছে,
দিন রাত্তির কোমর বেঁধে
থাক্‌ব পাহারাতে।

শিশু ভোলানাথ

রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে
মার্‌বে উঁকি আড়ে আড়ে
দেখ্‌বে আমি দাঁড়িয়ে আছি
ধনুক নিয়ে হাতে।

আঁচলেতে খই নিয়ে তুই
যেই দাঁড়াবি দ্বারে
অম্‌নি যত বনের হরিণ
আস্‌বে সারে সারে।
শিংগুলি সব আঁকা বাঁকা,
গায়েতে দাগ চাকা চাকা,
লুটিয়ে তা'রা পড়বে ভুঁয়ে
পায়ের কাছে এসে।
ওরা সবাই আমায় বোঝে,
করবেনা ভয় একটুও যে,
হাত বুলিয়ে দেব গায়ে,
বস্‌বে কাছে ঘেঁষে।

ফল্‌সাবনে গাছে গাছে
ফল ধরে' মেঘ করে' আছে,
ঐখানেতে ময়ুর এসে
নাচ দেখিয়ে যাবে।
শালিখরা সব মিছি মিছি
লাগিয়ে দেবে কিচি মিচি,
কাঠ বেড়ালি ল্যাজটী তুলে
হাত থেকে ধান খাবে।

দিন ফুরবে, সাঁজের আঁধার
নাম্‌বে তালের গাছে।
তখন এসে ঘরের কোণে
বস্‌ব কোলের কাছে।
থাক্‌বে না তোর কাজ কিছু ত,
রইবে না তোর কোনো ছুতো,
রূপকথা তোর বল্‌তে হ'বে
রোজই নতুন করে'।

সীতার বনবাসের ছড়া
সবগুলি তোর আছে পড়া ;
সুর করে' তাই আগাগোড়া
গাইতে হ'বে তোরে।
তা'র পরে যেই অশথ বনে
ডাক্‌বে পেঁচা, আমার মনে
একটুখানি ভয় করবে
রাত্রি নিশুৎ হ'লে।
তোমার বুকে মুখটি গুঁজে
ঘুমেতে চোখ আস্‌বে বুজে,
তখন আবার ব'বার কাছে
যাস্‌নে যেন চলে' !

১৪ই আশ্বিন
১৩২৮

রাজমিস্ত্রি

বয়স আমার হবে তিরিশ,
দেখ্‌তে আমায় ছোটো,
আমি নই, মা, তোমার শিরিশ,
আমি হচ্ছি নোটো।
আমি যে রোজ সকাল হ'লে
যাই সহরের দিকে চলে'
তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চড়ে'।
সকাল থেকে সারা দুপর
ইঁট সাজিয়ে ইটের উপর
খেয়াল মত দেয়াল তুলি গড়ে'।
ভাব্‌চ তুমি নিয়ে ঢেলা
ঘর গড়া সে আমার খেলা,
কখ্‌খোনো না সত্যিকার সে কোঠা।
ছোটো বাড়ি নয় ত মোটে,
তিন তলা পর্য্যন্ত ওঠে,
থাম্‌গুলো তা'র এম্‌নি মোটা মোটা।

কিন্তু যদি শুধাও আমায়
ঐখানেতেই কেন থামায় ?
দোষ কি ছিল ঘাট সত্তর তলা ?
ইঁট সুরকি জুড়ে জুড়ে
একেবারে আকাশ ফুঁড়ে
হয়না কেন কেবল গেঁথে চলা ?
গাঁথ্‌তে গাঁথ্‌তে কোথায় শেষে
ছাত কেন না তারায় মেশে ?
আমিও তাই ভাবি নিজে নিজে।
কোথাও গিয়ে কেন থামি
যখন শুধাও, তখন আমি
জানিনে ত তা'র উত্তর কি যে।

যখন খুসি ছাতের মাথায়
উঠ্‌চি ভারা বেয়ে।
সত্যি কথা বলি, তা'তে
মজা খেলার চেয়ে।

রাজমিস্ত্রি

সমস্ত দিন ছাত-পিটুনী
গান গেয়ে ছাত পিটোয় শুনি,
অনেক নীচে চল্‌চে গাড়ি ঘোড়া।
বাসন-ওয়ালা থালা বাজায় ;
সুর করে' ঐ হাঁক দিয়ে যায়
আতা-ওয়ালা নিয়ে ফলের ঝোড়া।
সাড়ে চারটে বেজে ওঠে,
ছেলেরা সব বাসায় ছোটে
হোহো করে' উড়িয়ে দিয়ে ধুলো।
রোদ্দুর যেই আসে পড়ে'
পূবের মুখে কোথায় ওড়ে
দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।
আমি তখন দিনের শেষে
ভারার থেকে নেমে এসে
আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে।
জান ত, মা, আমার পাড়া
যেখানে ওই খুঁটি গাড়া
পুকুরপাড়ে গাজনতলার বাঁয়ে।
তোরা যদি শুধাস্ মোরে
খড়ের চালায় রই কি করে' ?

কোঠা যখন গড়তে পারি নিজে ;
আমার ঘর যে কেন তবে
সব চেয়ে না বড় হবে ?
জানিনে ত তা'র উত্তর কি যে !

৬ই কার্ত্তিক
১৩২৮

ঘুমের তত্ত্ব

জাগার থেকে ঘুমোই, আবার
ঘুমের থেকে জাগি,—
অনেক সময় ভাবি মনে
কেন, কিসের লাগি ?
আমাকে, মা, যখন তুমি
ঘুম পাড়িয়ে রাখো
তখন তুমি হারিয়ে গিয়ে
তবু হারাও নাকো।
রাতে সূর্য্য, দিনে তারা
পাইনে, হাজার খুঁজি।
তখন তা'রা ঘুমের সূর্য্য,
ঘুমের তারা বুঝি ?
শীতের দিনে কনকচাঁপা
যায় না দেখা গাছে,
ঘুমের মধ্যে লুকিয়ে থাকে
নেই তবুও আছে।

শিশু ভোলানাথ

রাজকন্যে থাকে, আমার
সিঁড়ির নীচের ঘরে।
দাদা বলে, "দেখিয়ে দে ত,"
বিশ্বাস না করে।
কিন্তু, মা, তুই জানিস্ নে কি
আমাব সে রাজকন্যে
ঘুমের তলায় তলিয়ে থাকে,
দেখিনে সে· জন্যে।

নেই তবুও আছে এমন
নেই কি কত জিনিষ?
আমি তাদের অনেক জানি,
তুই কি তাদের চিনিস্?
যেদিন তাদের রাত পোয়াবে
উঠ্‌বে চক্ষু মেলি'
সেদিন তোমার ঘরে হবে
বিষম ঠেলাঠেলি।

নাপিত ভায়া, শেয়াল ভায়া,
ব্যাঙ্গমা বেঙ্গমী
ভিড় করে’ সব আস্‌বে যখন
কি যে কর্‌বে তুমি !
তখন তুমি ঘুমিয়ে পোড়ো,
আমিই জেগে থেকে
নানা রকম খেলায় তাদের
দেব ভুলিয়ে রেখে।
তার পরে যেই জাগ্‌বে তুমি
লাগ্‌বে তাদের ঘুম,
তখন কোথাও কিচ্ছুই নেই
সমস্ত নিঃঝুম।

২৭ আশ্বিন,
১৩২৮

দুই আমি

বৃষ্টি কোথায় লুকিয়ে বেড়ায়
উড়ো মেঘের দল হ'য়ে,
সেই দেখা দেয় আর-এক ধারায়
শ্রাবণ-ধারার জল হ'য়ে।
আমি ভাবি চুপ্‌টি করে'
মোর দশা হয় ঐ যদি !
কেই বা জানে আমিই আবার
আব একজনও হই যদি !
একজনারেই তোমবা চেনো
আর-এক আমি কারোই না।
কেমনতর ভাবখানা তা'র
মনে আন্‌তে পারই না।
হয়ত বা ঐ মেঘের মতই
নতুন নতুন রূপ ধরে'
কখন্ সে যে ডাক দিয়ে যায়,
কখন্ থাকে চুপ করে'।
কখন্ বা সে পূবের কোণে
আলো-নদীর বাঁধ বাঁধে,

কখন্ বা সে আধেক রাতে
চাঁদকে ধরার ফাঁদ ফাঁদে।
শেষে তোমার ঘরের কথা
মনেতে তা'র যেই আসে,
আমার মতন হ'য়ে আবার
তোমার কাছে সেই আসে।
আমার ভিতর লুকিয়ে আছে
দুই রকমের দুই খেলা,
একটা সে ঐ আকাশ-ওড়া,
আরেকটা এই ভুঁই-খেলা।

২৮ আশ্বিন
১৩২৮

মর্ত্ত্যবাসী

কাকা বলেন, সময় হ'লে
সবাই চলে'
যায় কোথা সেই স্বর্গ পারে।
বল্‌ত কাকী
সত্যি তা' কি
একেবারে ?

তিনি বলেন, যাবার আগে
তন্দ্রা লাগে
ঘণ্টা কখন্ ওঠে বাজি',
দ্বারের পাশে
তখন আসে
ঘাটের মাঝি।

বাবা গেছেন এম্‌নি করে'
কখন্ ভোরে
তখন আমি বিছানাতে।

তেম্‌নি মাখন
গেল কখন্‌
অনেক রাতে।

কিন্তু আমি বল্‌চি তোমায়
সকল সময়
তোমার কাছেই কর্‌ব খেলা,
রইব জোরে
গলা ধরে'
রাতের বেলা।

সময় হ'লে মান্‌ব না ত,
জান্‌ব না ত
ঘণ্টা মাঝির বাজ্‌ল কবে।
তাই কি রাজা
দেবেন সাজা
আমায় তবে ?

শিশু ভোলানাথ

তোমরা বল, স্বর্গ ভালো,
সেথায় আলো
বঙে রঙে আকাশ রাঙায়,
সারা বেলা
ফুলের খেলা
পারুল ডাঙায়।
হোক্‌না ভালো যত ইচ্ছে—
কেড়ে নিচ্চে
কেই বা তা'কে বল, কাকী ?
যেমন আছি
তোমাব কাছেই
তেম্‌নি থাকি !
ঐ আমাদেব গোলাবাড়ি,
গোরুব গাড়ি
পড়ে' আছে চাকা-ভাঙা,
গাবেব ডালে
পাতাব লালে
আকাশ রাঙা।
সেথা বেড়ায় যক্ষি বুড়ি
গুড়ি গুড়ি
আস্‌সেওড়ার ঝোপে ঝাপে।

ফুলের গাছে
দোয়েল নাচে,
ছায়া কাঁপে।
লুকিয়ে আমি সেথা পলাই,
কানাই বলাই
দু'ভাই আসে পাড়ার থেকে।
ভাঙা গাড়ি
দোলাই নাড়ি'
ঝোঁকে ঝোঁকে।

সন্ধ্যে বেলায় গল্প বলে'
রাখ কোলে,
মিটিমিটিয়ে জ্বলে বাতি।
চাল্‌তা শাখে
পেঁচা ডাকে,
বাড়ে রাতি।

স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁকি
বল্‌চি, কাকী,
দেখ্‌ব আমায় কে কি করে।
চিরকালই
রইব খালি
তোমার ঘরে।

২৯ আশ্বিন
১৩২৮

বাণী-বিনিময়

মা, যদি তুই আকাশ হ'তিস্,
আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনি-কথায়
হ'ত কথার নাচ।
তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে
কেবল থেকে থেকে
কত রকম নাচন দিয়ে
আমায় যেত ডেকে।
মা বলে' তা'র সাড়া দেব
কথা কোথায় পাই,
পাতায় পাতায় সাড়া আমার
নেচে উঠ্ত তাই।
তোর আলো মোর শিশির-কৌটায়
আমার কানে কানে
টল্‌মলিয়ে কি বল্‌ত যে
ঝল্‌মলানির গানে।

আমি তখন ফুটিয়ে দিতেম
আমার যত কুঁড়ি,
কথা কইতে গিয়ে তা'রা
নাচন দিত জুড়ি।
উড়ো মেঘের ছায়াটি তোর
কোথায় থেকে এসে'
আমার ছায়ায় ঘনিয়ে উঠে'
কোথায় যেত ভেসে' ;
সেই হ'ত তোর বাদল বেলার
রূপ কথাটির মত ;
রাজপুত্তুর ঘর ছেড়ে যায়
পেরিয়ে রাজ্য কত ;
সেই আমারে বলে' যেত
কোথায় আলেখলতা,
সাগরপারের দৈত্যপুরের
রাজকন্যার কথা ;
দেখ্‌তে পেতেম দুয়োরাণীর
চক্ষু ভর-ভর,
শিউরে উঠে' পাতা আমার
কাঁপ্‌ত থরথর।

বাণী-বিনিময়

হঠাৎ কখন বৃষ্টি তোমার
হাওয়ার পাছে পাছে
নাম্‌ত আমার পাতায় পাতায়
টাপুর-টুপুর নাচে ;
সেই হ'ত তোর কাঁদন স্বরে
রামায়ণের পড়া,
সেই হ'ত তোর গুনগুনিয়ে
শ্রাবণ দিনের ছড়া।
মা, তুই হ'তিস্ নীলবরণী,
আমি সবুজ কাঁচা ;
তোর হ'ত, মা, আলোর হাসি,
আমার পাতার নাচা।
তোর হ'ত, মা, উপর থেকে
নয়ন মেলে' চাওয়া,
আমার হ'ত আঁকুবাঁকু
হাত তুলে' গান গাওয়া।
তোর হ'ত, মা চিরকালের
তারার মণিমালা,
আমার হ'ত দিনে দিনে
ফুল-ফোটাবার পালা।

বৃষ্টি রৌদ্র

ঝুঁটি-বাঁধা ডাকাত সেজে
দল বেঁধে মেঘ চলেছে যে
আজ্‌কে সারাবেলা।
কালো ঝাঁপির মধ্যে ভরে'
সূর্য্যিকে নেয় চুরি করে',
ভয়-দেখাবার খেলা।
বাতাস তাদের ধরতে মিছে
হাঁপিয়ে ছোটে পিছে পিছে,
যায়না তাদের ধরা।
আজ যেন ঐ জড় সড়
আকাশ জুড়ে মস্ত বড়
মন-কেমন-করা।

বৃষ্টি রৌদ্র

বটের ডালে ডানা ভিজে
কাক বসে' ঐ ভাব্‌চে কি যে,
চড়ুইগুলো চুপ।
বৃষ্টি হ'য়ে গেছে ভোরে,
সজ্‌নে পাতায় ঝরে ঝরে
জল পড়ে টুপটুপ্‌।
ল্যাজের মধ্যে মাথা থুয়ে
খ্যাঁদন কুকুর আছে শুয়ে
কেমন এক রকম।
দালানটাতে ঘুরে ঘুরে
পায়রাগুলো কাঁদন সুরে
ডাকচে বকৃবকম।
কার্ত্তিকে ঐ ধানের ক্ষেতে
ভিজে হাওয়া উঠ্‌ল মেতে
সবুজ ঢেউয়ের পরে।
পরশ লেগে দিশে দিশে
হিহি করে' ধানের শীষে
শীতের কাঁপন ধরে।
ঘোষাল-পাড়ার লক্ষ্মী বুড়ি
ছেঁড়া কাঁথায় মুড়ি স্থড়ি
গেছে পুকুরপাড়ে,

শিশু ভোলানাথ

দেখ্‌তে ভালো পায়না চোখে
বিড়বিড়িয়ে বকে' বকে'
শাক তোলে ঘাড় নাড়ে।
ঐ ঝমাঝম্‌ বৃষ্টি নামে
মাঠের পারে দূরের গ্রামে
ঝাপ্‌সা বাঁশের বন।
গোরুটা কার থেকে থেকে
খোঁটায় বাঁধা উঠ্‌চে ডেকে
ভিজ্‌চে সারাক্ষণ।
গদাই কুমোর অনেক ভোরে
সাজিয়ে নিয়ে উঁচু করে'
হাঁড়ির উপর হাঁড়ি
চল্‌চে রবিবারের হাটে
গামছা মাথায় জলের ছাঁটে
হাঁকিয়ে গোরুর গাড়ি।
বন্ধ আমার রইল খেলা,
ছুটির দিনে সারা বেলা
কাট্‌বে কেমন করে' ?
মনে হচ্চে এম্‌নিতর
ঝরবে বৃষ্টি ঝরঝর
দিন রাত্তির ধরে' !

বৃষ্টি রৌদ্র

এমন সময় পুবের কোণে
কখন্ যেন অন্যমনে
ফাঁক ধরে ঐ মেঘে,
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে
হঠাৎ চোখের পাতা মেলে
আকাশ ওঠে জেগে।
ছিঁড়ে-যাওয়া মেঘের থেকে
পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে,
লাগায় ঝিলিমিলি।
বাঁশ বাগানের মাথায় মাথায়
তেঁতুল গাছের পাতায় পাতায়
হাসায় খিলিখিলি।
হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে
ভুলিয়ে দিলে এক নিমেষে
বাদল বেলার কথা।
হারিয়ে পাওয়া আলোটিরে
নাচায় ডালে ফিরে ফিরে
বেড়ার ঝুম্‌কোলতা।
উপর নীচে আকাশ ভরে'
এমন বদল কেমন করে'
হয়, সে কথাই ভাবি।

উলট পালট খেলাটি এই,
সাজের ত তা'র সীমানা নেই.
কার কাছে তা'র চাবি ?
এমন যে ঘোর মন-খারাপি
বুকের মধ্যে ছিল চাপি'
সমস্ত খন আজি
হঠাৎ দেখি সবই মিছে
নাই কিছু তা'র আগে পিছে
এ যেন কার বাজি !